বি.আর.সি.সিনে.প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন

সরিম্যাডাম

বি, আর, সি, সিনে প্রোডাকসন্সের

সরি ম্যাডাম্

কাহিনী * চিত্রনাট্য * সংলাপ ও পরিচালনা

দিলীপ কুমার বসু

সঙ্গীত :	চিত্রগ্রহণ :	সম্পাদনা :	শব্দগ্রহণ :
ভেদ পাল	বিভূতি চক্রবর্তী	অমিয় মুখার্জী	জে, ডি, ইরাণী

শিল্প নির্দ্দেশ :	পটশিল্প :	রূপসজ্জা :	ব্যবস্থাপনা :
সুনীল সরকার	কবি দাশগুপ্ত	মনতোষ রায়	শংকর শর্মা

স্থিরচিত্র :	পরিচয় অঙ্কন :	প্রচার পরিচালনা :
পিক্‌স্ ষ্টুডিও	দিগেন ষ্টুডিও	পরিতোষ দে

গীতিকার : তেজোময় গুহ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্য সঙ্গীত : মুকেশ, মান্না দে, সুবীর সেন, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুরী, সবিতা ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

সঙ্গীতগ্রহণ : বি, এন, শর্মা (বোম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরি), কৌশিক (মেহবুব ষ্টুডিও)

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : স্বদেশ সরকার, শিবানন্দ, যতীন রায়, অজিত চক্রবর্তী, কৃষণ সচদেও, শুভেন সরকার। চিত্রগ্রহণ : তরুণ গুপ্ত, কাজল চক্রবর্তী। সম্পাদনা : শক্তিপদ রায়। শব্দগ্রহণ : সিদ্ধি নাগ। সঙ্গীত : সুমিত মিত্র। আলোক : হেমন্ত দাশ, সুখরঞ্জন, অনিল, বিনয়, মনোরঞ্জন, দেবেন।

: রূপায়ণে :

বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অপর্ণা দেবী, কেতকী, নৃপতি, অজিত, মন্মথ, অনিতা, শিপ্রা, নিলু, বিনয়, প্রবীর, মন্টু, বিলু, সমরকুমার, অনিল, অজিত সেন, মাঃ বুড়ো।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীসীতারাম রুংটা (চাঁইবাসা), বি, বি, মাথুর, আশিস রায়।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

বিশ্বপরিবেশনা : **বিশ্বভারতী পিক্‌চার্স** ২৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহিনী

কোলকাতার বিখ্যাত ধনী রাজীব চট্টোপাধ্যায়। স্ত্রী রঞ্জনা, একমাত্র পুত্র খোকা আর মাতৃপিতৃহীনা বন্ধু-কন্যা রুমাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর সুখের সংসার। মাত্র চার বৎসর বয়সে খোকা একদিন হঠাৎ কোলকাতার রাজপথে হারিয়ে যায়, বহু খোঁজ করেও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন রাজীব আর রঞ্জনা। দেখতে 'দেখতে কেটে যায় ষোলটি বছর। রুমাই আজ তাঁদের একমাত্র নয়নের মণি, রূপে গুণে তার তুলনা মেলা ভার।

রুমা একদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে অসাবধানে গাড়ী চালাতে গিয়ে রাস্তার নোংরা জল ছিটিয়ে দেয় রজতের গায়ে। রজত তার কৈফিয়ৎ তলব করায় রুমা 'সরি' বলে দশটি টাকা এগিয়ে দেয় লণ্ড্রি থেকে কাপড় কাচিয়ে নেবার জন্যে। ক্ষুব্ধ রজত টাকা দশটা পকেটে রেখে একটি ছুরি বের করে রুমার গাড়ীর টায়ার পাংচার করে একশোটি টাকা এগিয়ে দেয় টায়ার সারিয়ে নেওয়ার জন্যে, আর রুমার সুরেই সুর মিলিয়ে বলে যায় 'সরি ম্যাডাম'।

দ্বন্দ্ব সংঘাতের অভিনব মুহূর্তে যে দুটি হৃদয়ের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, জীবনের বহু বিচিত্র পরিবেশে তারা পুনরায় মিলিত হতে থাকে আর এই মিলন রজতকে যতই আকৃষ্ট করে তোলে রুমার প্রতি, ততই রুমা রজতের উপর রুষ্ট হয়ে উঠে। শিবশঙ্কর এই সুযোগে রুমার কাছে ঘনিষ্ট হতে চায়, কিন্তু শিবশঙ্করের স্বরূপ ধরে নিতে রুমাকে বেগ পেতে হ'ল না, সেই সঙ্গে সে উপলব্ধি করল রজতের শুচি-শুভ্র সরলতা।

অসংখ্য নাটকীয় ঘটনার অভূতপূর্ব আবর্তে এর পর এই দুটি হৃদয়ের মিলনে এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

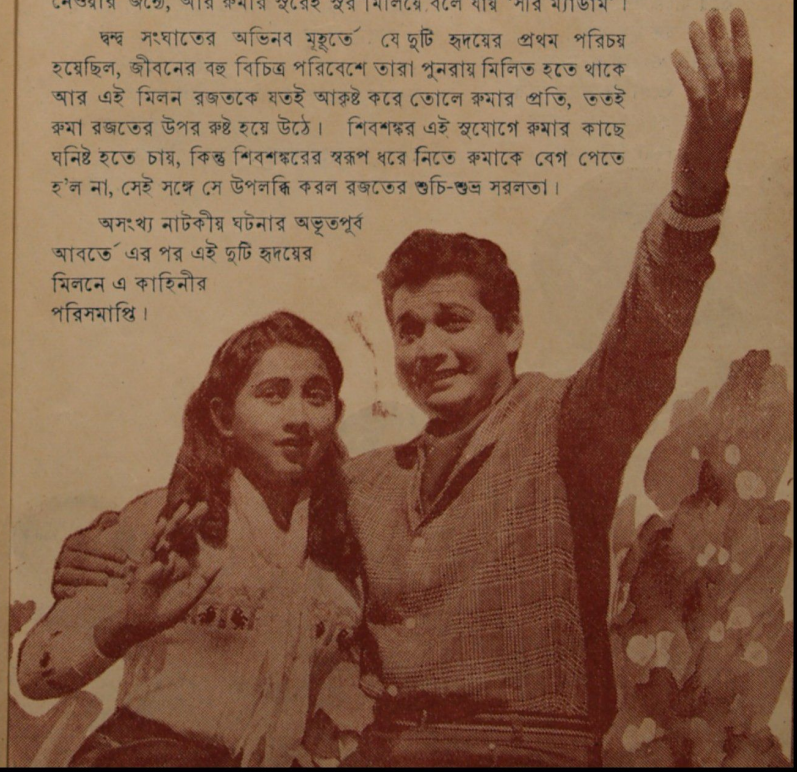

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী—মান্না দে
কথা—তেজোময় গুহ

রাধা চলেছে মুখটি ঘুরায়ে
কাঁদে শ্যামের বাঁশরী।
যেও না চলে যেও না তুমি
এই মিনতি যে করি
বোঝ নাকি জীবনে মরণে
আমি তোমারি তোমারি ॥
যাবে না বয়ে যমুনা ওগো
কূলে কূলে যে ভরি
ঝরে যাবে তরু শাখায়
যত ফুল মঞ্জুরী ॥
লিখেছি ও নাম হৃদয়ে মম—
ওগো তোমারে স্মরি
রুনুঝুনু রুনুঝুনু চরণ নূপুরে
হিয়া উঠে গুঞ্জরী ॥

(২)

শিল্পী—মুকেশ
কথা—তেজোময় গুহ

সরি ম্যাডাম সরি, সরি মিষ্টার সরি—(আরে)
সরি সরি সরি সরি সরি ॥
ট্রামে বাসে ভুলে তোমার পকেটে হাত বাড়াল
নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে তোমার পায়ে দাঁড়াল
সব কিছু তার মাপ হয়ে যায় একটি কথাতেই।
বিলেত গেছে বিলিতিরা রেখে গেছে এই
যে কথাটির তুলনা ভাই অন্য ভাষায় নেই।
ওপর থেকে বউদিরা আনাজ ফেলে ভুল করে—
বেরসিকের ছাঁচি পানে তোমার জামায়
রঙ ধরে।
ওদের কোরাস ঐ কথাটিই বলবে তোমাকেই
সরি বিনা আজ দুনিয়ার দিনরাত যে—
হয়না গো—
লজ্জা নারীর ভূষণ যে নয় সরিই আসল
গয়না গো—
গোঁফ কামিয়ে আজ যে পুরুষ বীর যে
সরি-তেই ॥

(৩)

শিল্পী—সুবীর সেন
কথা—তোজোময় গুহ

মনে হয় যাই চলে যাই,
কোথা কোন দূর অজানায়—
তুমি যদি থাকো পাশে
অকাশের ঐ নীলিমায়—
এই যে গো কাছে থাকো
এও আজ ভাল লাগে—
মন বলে হারিয়ে যাবো
তোমার ঐ অনুরাগে—
দূরে তুমি আর থেকোনা
এসো কাছে এই নিরালায়
সোনা ঝরা এই যে আলো
সুরে সুরে বলে শোন
খুলে দিতে মনের দুয়ার
বাধা আজ নেই তো কোন
সেই সুরে মন বলেছে
এসেছি এ কোন অমরায়—
কেউ নেই কাছে দেখো
তুমি আমি শুধু আছি
যায় নাকি হওয়া বল
দূর থেকে কাছাকাছি
অজানা কি সুরভি নিয়ে
আনমনে বায়ু বয়ে যায় ॥

(৪)

শিল্পী—বিশ্বজিৎ
কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

শোন শোন কিছুতো বলো—
যদি ভাল লাগে তো বল হ্যাঁ
ভাল না লাগে তো বল না ॥
কেন শুধু তুমি এড়িয়ে চলো।
এখনতো কেউ কাছে নেই—
বলে যেতে পার সহজেই
বলে ফেলগো বেলা গেল গো—
হৃদয় যে টলো মলো ॥
জানি জানি সে আমি জানি
মুখে ও কথা বলা যায় না
চোখে চোখে বল না ওকে
আঁখি যে মনেরই আয়না ॥
তবুও যে রইলে নীরব
ভাঙ্গলো না তোমার গরব
ওগো ললনা কেন ছলনা
নয়ন যে ছলো ছলো ॥

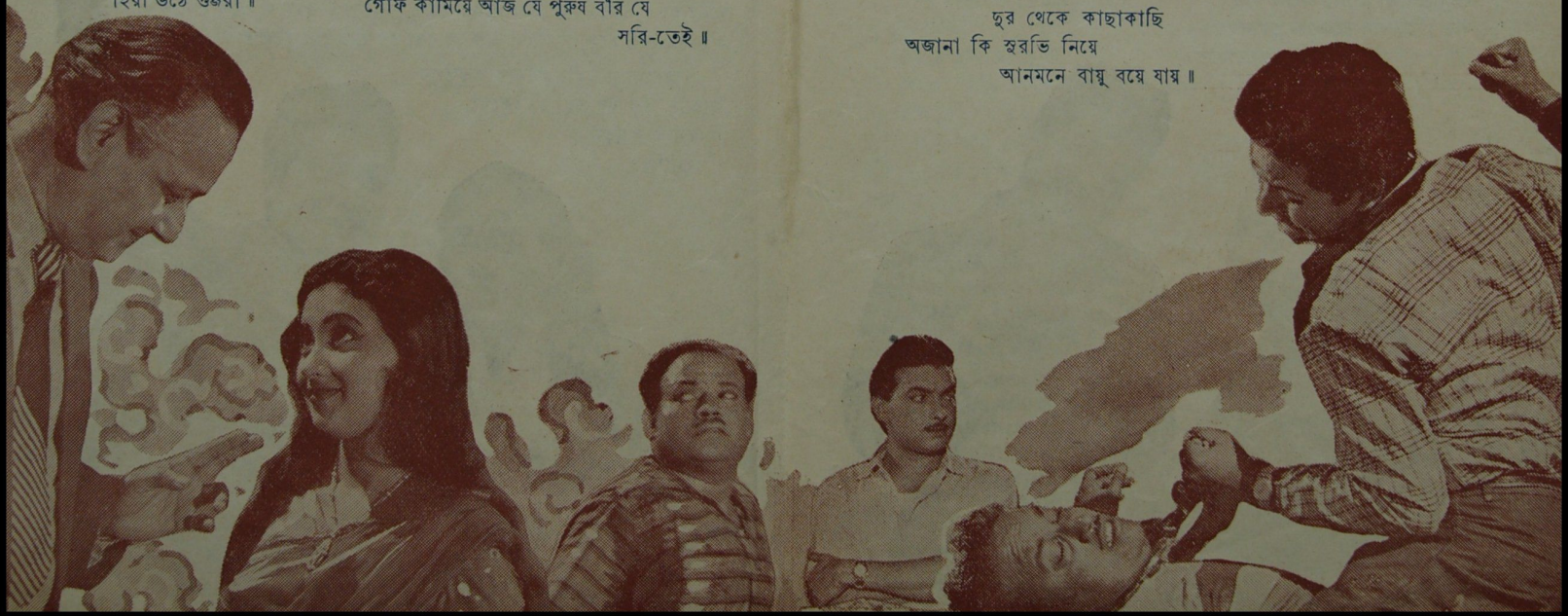

(৫)

শিল্পী— মান্না দে, সবিতা ব্যানার্জী
কথা—তেজোময় গুহ

শোন শোন শোন বলি ভাই আধুনিক ললনার
পোষাকের পরিপাটি তুলনা নাই তার—
দেখ দেখ সব মডার্ণ খোকা
হায় হায় রে কি বাহার
রঙ বেরঙ পোষাক দেখে বিধাতা
মানে হার—
শরীরটা ঘিরে পরা ঐ যে মশারী
শোন শোন তার নাম নাইলন শাড়ী
সাপছাপা বেঙছাপা মরি যে হায় হায়
গরু গাধা হাতী কেন মানুষের গায়
বল বল কে শুনেছ চৌদ্দ কুলে
ঘোড়ার লেজটা বাঁধে মাথার চুলে।
মাথা ভরা চুড়ো চুল বুদ্ধিতে জিরো
বড় সখ হতে চান সিনেমার হিরো॥
চুনকাম করা মুখে কি রূপের বাহার
যেন মাগুর মাছে মাখা ফেস পাউডার
কিবা শোভা ঐ টাই কণ্ঠের হার
দড়ি ছিঁড়ে এল সবে যেন কোন
গোয়ালার॥

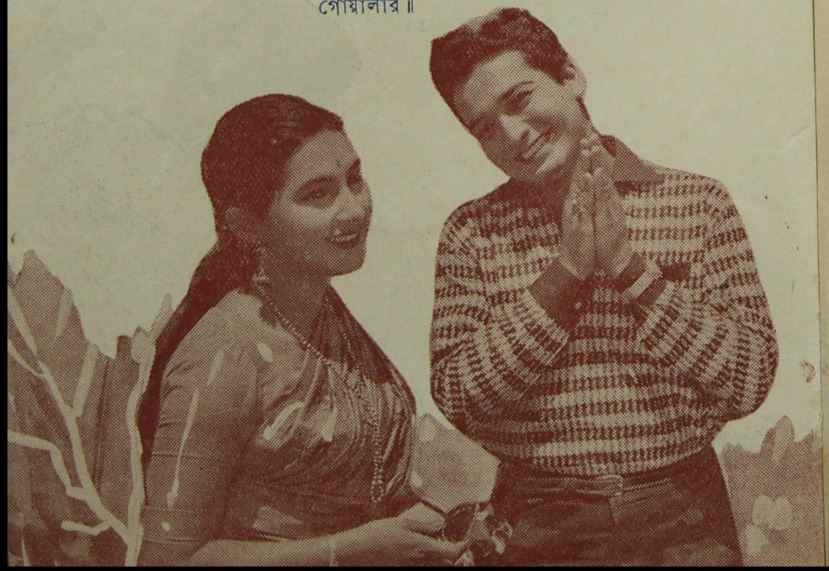

(৬)

শিল্পী—সুমন কল্যাণপুরী
কথা—তেজোময় গুহ

হায় নিয়তির একি খেলা
আমায় নিয়ে নিয়ে
কেড়ে নিলে সব কিছুই—
আমারে যে দিয়ে॥
কাল যারা ছিল কাছে—
আজ তারা কোথায়
জীবনের যত সাথী দূরে চলে যায়
কূল হারা সাগরেতে আমারে ভাসায়ে
ঝড়ের পাখীর মতো
আমারে যে হায়—
নিয়ে যাবে গো মোরে
জানি না কোথায়
আলেয়ার ডাকে বুঝি যাবে গো
হারিয়ে॥

(৭)

শিল্পী—মান্না দে, আশা ভোঁসলে
কথা—তেজোময় গুহ

তুমি আমারই ওগো
আমি তোমারি ওগো
তুমি আমারই ওগো
আমি তোমারি—
সেই লগন এলো বুঝি বুঝি
মধু লগন এলো বুঝি—
আহা ডালে ডালে দুলে কেকা
কুহু বলে
একি সুর এলো আজি—
ঝরা পাতা ঝর ঝর পথ মনোহর—
কে গো এলো আজি—
চলো হারিয়ে যাই
নিশানাতো নাই।
ধান শীষে শীষে খুসী ছোঁয়া দিল ওরে
পথ হারা একি হাওয়ায়—
ফুলে উড়ে উড়ে
ফুলে ভ্রমরা যে চলে সকল—
চাওয়া পাওয়ায়—
এসো তুমি কাছে—
আমি আছি পাশে—
সুর নুপুরো যে পায় ঝর্ণা ঝরে যায়
একি ওগো তার খেলা—
নীল রংগে রংগে কাছে দুরে আসে—
সাদা মেঘের ভেলা—
আমি তোমারি আছি—
এই কাছাকাছি॥

(৮)

শিল্পী—বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়
কথা—তেজোময় গুহ

আরে আরে আরে একই কথা বারে
ভালবেসেছো তো এই ইডিয়েট টারে
ব্যাস ব্যাস আমো আরে
রামো রামো রামো
ভয় ধরে গেছে প্রেমে দেব যে তোমারে---
আরে আরে আরে—
তুমি যদি চাও দিতে পারি পাহাড় ফুঁড়ে
গাছটা টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারি দূরে
বুঝে গেলাম তবে তোমার সকল বাহাদুরী
বাঁদরেরই কাছে তোমার নেই কো
কোনও জুড়ি।
এমন কি কঠিম বল চাঁদটা পেড়ে আনা সত্যি
ই উ উ
দেবতা ভুলে গেছেন দিতে একটি জোড়া ডানা।
তুমি যদি চাও থাকি এক পায়েতে খাড়া
হামা দিয়ে ঘুরে আসি এই পৃথিবী সারা॥
এমন মানুষ কভু ওগো রয়না কাছাকাছি
রিজার্ভ করে সীট বুঝি তাই এসেছে
রাঁচি॥

এইচ. পি
গোয়েঙ্কা
প্রযোজিত

জি. আর. পিকচার্সের

চাঁদি কী দিওয়ার

ভূমিকায়: ভারত ভূষণ · নূতন
ইন্দ্রাণী মুখার্জী · হলি ইরানী · অজিত · জন · লীলা চিটনিস · প্রতিমা দেবী

পরিচালনা: দিলীপ কুমার বসু
সঙ্গীত: এন দত্ত
গীত: সাহির লুধিয়ানভি

GOPA

বিশ্বভারতী পিকচার্স, ২৭ বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত
এবং ইউনিভার্সাল প্রেসেস্ কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।